বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯

২৭ তম

বার্ষিক সাধারণ সভা

সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১

গোটাটিকর, কদমতলী, সিলেট।

সূচী

চেয়ারম্যান মহোদয়-এর বাণী	০১-০২
এক নজরে সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর তথ্যাদি	০৩
সভাপতির প্রতিবেদন	০৪
কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন	০৫-০৬
(ক) বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব	
(খ) ব্যালেন্স শীট	
জেনারেল ম্যানেজারের প্রতিবেদন	০৭-০৮
গ্রাফ চিত্রে সিলেট পবিস-১ এর কার্যক্রম	০৯
গ্রাহক সদস্যদের জ্ঞাতার্থে সমিতির নির্ধারিত বিভিন্ন ফি সমূহ।	১০
গ্রাহক সংযোগ বিচ্ছিন্ন/ পুন: সংযোগ সংক্রান্ত ও মিটার এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (ইকুপমেন্ট) টেম্পারিং	১১
সমিতির বিদ্যুৎ বিল সংগ্রহকারী ব্যাংকের শাখা সমূহের নাম এবং গ্রাহক সদস্যদের জন্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ	১২
সমিতি বোর্ড পরিচিতি	১৩
সমিতি, বাপবিবোর্ড, সিলেট ও উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দের পরিচিতি	১৪
স্থিরচিত্রে পবিস এর কার্যক্রম	১৫-১৬

সার্বিক দিক নির্দেশনায়

প্রকৌশলী এস.এম. হাসনাত হাসান

জেনারেল ম্যানেজার

সিলেট পবিস-১

সম্পাদনায়

লতিফুররহমান

সহকারি জেনারেল ম্যানেজার

সিলেট পবিস-১

চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাণী

"বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম"

০১। স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে রচিত মহান সংবিধানের ১৬নং অনুচ্ছেদে
"নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের
ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল
রূপান্তরসাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন" মর্মে অঙ্গীকার করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহে
গুরুত্বারোপ করে বলেছিলেন, "বিদ্যুৎ ছাড়া কোন কাজ হয় না, কিন্তু দেশের জনসংখ্যা শতকরা ১৫ ভাগ লোক যে শহরের অধিবাসী
সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিলেও শতকরা ৮৫ জনের বাসস্থান গ্রামে বিদ্যুৎ নাই। ... গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে
হইবে। ইহার ফলে গ্রাম বাংলার সর্বক্ষেত্রে উন্নতি হইবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ চালু করিতে পারিলে কয়েক বছরের
মধ্যে আর বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতে হইবে না (দৈনিক ইত্তেফাক, ১১/০৭/১৯৭৫)।" জাতির পিতার সুদূরপ্রসারী এ চিন্তা
ভাবনার ধারাবাহিকতায় পল্লীর জনগণের দোরগোড়ায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা
হয়।

০২। বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোডের আওতায় ৮০ টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমগ্র বাংলাদেশে গ্রামীণ এলাকায়
বিদ্যুতায়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের পল্লী অঞ্চলের প্রায় ৯৪ শতাংশ এলাকা বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে।
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন পবিসসমূহের বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ৭,০০০ মেঃওঃ, যা দেশে উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায়
৫৫ শতাংশ। মাসিক বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ ২০০০ কোটি টাকা। ১৯৭৮-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত নির্মিত বিদ্যুতায়িত লাইন ২ লক্ষ ১৮
হাজার কিঃ মিঃ হতে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪ লক্ষ ৭৭ হাজার কিঃমিঃ অর্থাৎ বর্তমান সরকারের বিগত পৌঁনে ১১ বছরে প্রায় ২
লক্ষ ৫৯ হাজার কিঃ মিঃ নতুন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে এবং এই মেয়াদে গ্রাহক সংখ্যা ৭৪ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২ কোটি ৭৫
লক্ষে উন্নীত হয়েছে অর্থাৎ বিগত পৌঁনে ১১ বছরে বিভিন্ন শ্রেণীর ২ কোটি ১ লক্ষ নতুন গ্রাহককে সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। যার
মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার শিল্প সংযোগ ও ২ লক্ষ ২৬ হাজার সেচ সংযোগ রয়েছে। একই সময়ে ৫০৬ টি নতুন ৩৩/১১ কেভি
উপকেন্দ্র নির্মাণ করে উপকেন্দ্রের সংখ্যা ১০০৩ টিতে উন্নীতকরণ সহ উপকেন্দ্রের মোট ক্ষমতা ৪,৬৫০ এমভিএ হতে ৭,৮৩৫
এমভিএ বৃদ্ধি করে ১২,৮৩৫ এমভিএ-তে উন্নীত করা হয়েছে। এই সময়ে সিস্টেম লস ১৮% থেকে হ্রাস পেয়ে ১০.৯১% এ
দাড়িয়েছে।

০৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ইতোমধ্যে ২৩৪ টি উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়ন উদ্বোধন করা হয়েছে এবং আরো ১২৭ টি
উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়নের জন্য উদ্বোধনরে অপক্ষোয় রয়েছে; যার মাধ্যমে বাংলাদশে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর আওতাভূক্ত
৪৬১ টি উপজেলার মধ্যে ৩৬১ টি উপজেলার শতভাগ বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ১০০ টি উপজেলায় শতভাগ
বিদ্যুতায়নের কাজ চলমান রয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ৬০ হাজার কিঃমিঃ লাইন এবং ২৭১
টি উপকেন্দ্র নির্মাণ/আপগ্রশেন করে ২৪ লক্ষ ৫৯ হাজার নতুন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হবে। এছাড়াও গত ২০১৮-১৯
অর্থ বছরে ৭১,৩২৬ কিঃ মিঃ লাইন এবং ১৭৯ টি (১২৪ টি নতুন ও ৫৫ টি আপগ্রেডেশন) উপকেন্দ্র নির্মাণ করে ১,৮২০ এমভিএ
ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মোট ৩২,৬৬,৪৩১ জন গ্রাহককে সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

০৪। "শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" এই মহতি স্বপ্ন বাস্তবায়ন প্রায় দারপ্রান্তে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ
"আলোর ফেরিওয়ালা" হয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করছেন। এতে গ্রাহক ভোগান্তি হ্রাস পাচ্ছে। আবেদনের ০৭ দিনের
মধ্যে আবাসিক গ্রাহক এবং ২৮ দিনের শিল্প গ্রাহকদের সংযোগ দেওয়ার নীতিমালা বাস্তবায়ন করার ফলে প্রতিমাসে ০৩ লক্ষাধিক
নতুন গ্রাহক বিদ্যুৎ সংযোগ পাচ্ছেন। বর্তমানে বাংলাদেশের ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ গ্রাহকের মধ্যে কেবলমাত্র বাপবিবোর্ড সংযোগ ২
কোটি ৭৫ লক্ষ (প্রায় ৮০ শতাংশ)। "মুজিব বর্ষে" বাপবিবো-এর ভৌগলিক এলাকার ১০০ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ
করবে; যার মাধ্যমে আমাদের মহান সংবিধানের ১৬ তম অনুচ্ছেদে উল্লেখিত "রাষ্টের অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হবে"।

০৫। এই কালজয়ী কর্ম উদ্যোগ কে ধারণ করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাপবিবো কর্তৃক "উঠান বৈঠক"
কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ গ্রাহকের দোরগোড়ায় পৌছে গিয়ে
গ্রাহকগণের অভিযোগ এবং সমস্যাসমূহ শুনে তা তাৎক্ষণিকভাবে সমাধানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন যা সর্বমহলে ব্যাপকভাবে

প্রশংসিত হয়েছে/হচ্ছে।

০৬। বিদ্যুৎ উন্নয়নের চালিকাশক্তি। গ্রাম বাংলায় অবস্থিত দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে কর্মক্ষম জনশক্তিতে পরিণত করার জন্য বিদ্যুৎ সরাসরি ভূমিকা রাখছে। সকল ধরনের সংযোগের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে ৫০ কি.ও. পর্যন্ত ট্রান্সফরমার সরবরাহের কারণে বহুমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষতঃ মহিলাদের আয়ভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধার পৌঁছার কারণে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার "আমার গ্রাম আমার শহর" বাস্তবায়নের কাজ তরান্বিত ও সহজতর হয়েছে।

০৭। ডিজিটাল কার্যক্রমের আওতায় গ্রাহকের সুবিধার্থে অন-লাইনে সংযোগ প্রদান, বিভিন্ন মোবাইল অপারেটর, বিকাশ, রকেট, টেলিটক, সিউর ক্যাশ, এম ক্যাশ ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রাহকগণ নিজ ঘরে বসে অথবা নিকটবর্তী এজেন্ট ব্যংক ও রিচার্জ পয়েন্ট থেকে সহজে বিল পরিশোধ করতে পারেছে। এছাড়াও প্রায় ১০ লক্ষ্য গ্রাহককে প্রি-পেমেন্ট মিটারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সেবা দেয়া হচ্ছে যার মধ্যে ৭৫% গ্রাহক অনলাইন এর মাধ্যমে রিচার্জ করে থাকে। উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে বর্তমানে ৪,৮৭৪ টি ব্যাংক শাখা ছাড়াও ৮৯১ টি এজেন্ট পয়েন্ট ও ৩৮৬ টি ইউডিসি এর মাধ্যমে বিল আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রতিমাসে প্রায় ১০০% গ্রাহককে বিদুৎ বিল পরিশোধের তথ্য এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হচ্ছে। এছাড়া স্বচ্ছতার স্বার্থে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের ক্রয় প্রক্রিয়া e-GP মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

০৮। ইজিবাইক ও ব্যাটারি চালিত রিক্সার ব্যাটারি চার্জিং এর জন্য ১৪ টি সোলার চার্জিং ষ্টেশন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৫ টি উপজেলা সদরের প্রত্যেকটিতে ৩০ কিলোওয়াট পিক ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। ৪০ টি সোলার সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও ২০০০ টি সোলার সেচ পাম্প স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। ১৪৭ টি নেট মিটারিং ও ১৭৭৭ টি গ্রীড চার্জিং স্টেশন স্থাপন করা হয়ছে।

০৯। মায়ানমার হতে বিতারিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দুঃখ দুর্দশা লাঘব করার লক্ষ্যে কক্সবাজার জেলায় বিভিন্ন স্থাপনার সংযোগ প্রদান করায় ১১ লক্ষ রোহিঙ্গার জীবনমান সহজতর হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে অত্যন্ত দ্রুততম সময়ে ১১,৮৮২ পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত "আশ্রয়ণ প্রকল্পের" আওতায় ৯১৯টি প্রকল্প গ্রামে ১৯,৪৭৮টি পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। গরীব, দুঃস্থ মানুষের চিকিৎসার জন্য স্থাপিত প্রায় ১৩০০০ কমিউনিটি ক্লিনিকের সবগুলোই বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের কালে গ্রামীণ জানানোর স্বাস্থ্য সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১০। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর কর্মকান্ডের মাধ্যমে "জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজন কর পরিশোধকারী ২০১৩-২০১৪" সম্মাননা পুরস্কার, "দ্রুত বিদ্যুৎ সেবা ও সংযোগ" প্রদানকারী হিসেবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সপ্তাহ-২০১৬ এ সেরা সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুরস্কার এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী শতভাগ বাস্তবায়ন করায় "সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে"বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক প্রথম স্বীকৃতি পুরস্কার অর্জন করেন। ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা মূল্যায়নে ১০০% নম্বর অর্জন করে বিদ্যুৎ বিভাগের সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সংস্থার কাজের গুণগতমানের উন্নতির স্বীকৃতিস্বরূপ IMS (ISO-9001-2015, ISO-14001-2015, ISO-4500-2018) Certificate অর্জন করে যা বাংলাদশেরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনন্য। এছাড়াও বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর আওতাধীন ৮০ টি সমিতি ISO 9001 Certificate অর্জন করেন। ২০২০ সালের মধ্যে বাপবিবো এবং ৮০টি সমিতিতে "পেপারলেস অফিস" বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

১১। আমি অবহিত হয়েছি যে, সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ বিগত ০২/০৬/১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ শুরু করেছে। এ সমিতিতে সেপ্টেম্বর'২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত ৭৭৮৩ কিঃ মিঃ লাইন নির্মাণ করে মোট ৩,৬৩,৫৮১ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। বিগত বৎসরসমূহ খুচরা বিক্রয় মূল্যের তুলনায় পাইকারী বিক্রয় মূল্যের হার বেশী হওয়ায় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পরিচালনায় আর্থিক ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এ সমস্যা উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের তরফ থেকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সিষ্টেম লস কমিয়ে ও বিদ্যুতের চুরি/অপচয় রোধ করে পরিচালন ব্যয়ের ঘাটতি মোকাবেলার লক্ষ্যে সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারী/বোর্ড পরিচালক/গ্রাহক সদস্যবৃন্দকেও সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরে ৪৮৮ কিঃ মিঃ লাইন নির্মাণ ও ০২টি সুইচিং স্টেশন এবং ০৩টি নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ করে ৩০ এমভিএ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ২৭,০০৬ জন নতুন গ্রাহকদের সংযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে।

১২। আজকে সমিতির ২৭ তম বার্ষিক সদস্য সভায় সর্বস্তরের গ্রাহক সদস্যদের উন্নত সেবা প্রদান, গ্রাহকদের সমস্যার সমাধান এবং অধিক সংখ্যক গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করার চেতনায় সকলের সমন্বিত দীপ্ত অঙ্গীকার ঘোষিত হবে এ কামনা করছি। গ্রাহক সদস্যগণকে আহবান জানাচ্ছি যেন সমিতির উত্তরোত্তর উন্নয়নে স্ব স্ব ক্ষেত্র থেকে তারা সর্বদা সহযোগিতার হাত প্রসারিত রাখেন।

১৩। আমি সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর ২৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভার সর্বাঙ্গীন সাফল্য এবং সমিতির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার রহমত কামনা করছি। সকলকে সততা, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও আন্তরিকতার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অব:)
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১

গোটাটিকর, কদমতলী, সিলেট।

এক নজরে তথ্যাবলী (সেপ্টেম্বর/২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত)

০১।	প্রকল্প	ঃ	আইডিএ, ফেজ-৩এ।
০২।	আয়তন	ঃ	১,৭৩২ বর্গ কিলোমিটার
০৩।	অর্ন্তভূক্ত উপজেলা	ঃ	০৮টি, ক) দক্ষিণ সুরমা, খ) বিশ্বনাথ, গ) বালাগঞ্জ, ঘ) ওসমানীনগর, ঙ) গোলাপগঞ্জ, চ) বিয়ানীবাজার, ছ) জকিগঞ্জ ও জ) ফেঞ্চুগঞ্জ।
০৪।	ইউনিয়ন/পৌরসভার সংখ্যা	ঃ	৬৫/০৩ টি।
০৫।	ISO সনদ অর্জন	ঃ	২১ জুন ২০১৭খ্রিঃ।
০৬।	বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা	ঃ	২,৩৪৫ টি।
০৭।	অর্ন্তভূক্ত গ্রাম	ঃ	২,৩৪৫ টি।
০৮।	বসতবাড়ী	ঃ	২,৬১,৬৫৫ টি।
০৯।	এলাকার সংখ্যা	ঃ	০৭ টি।
১০।	এলাকা পরিচালকের সংখ্যা	ঃ	০৬ জন
১১।	গ্রাম বিদ্যুৎবিদদের সংখ্যা	ঃ	২১৭ জন।
১২।	উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু	ঃ	১০-০৮-১৯৮৬ খ্রি.।
১৩।	বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুতায়নের তারিখ	ঃ	০২-০৬-১৯৯০ খ্রি.।
১৪।	উপকেন্দ্রের (৩৩/১১ কেভি) সংখ্যা	ঃ	১৯ টি (০১টি প্রাইভেট)।
১৫।	বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা	ঃ	১০৩ মেঃ ওঃ।
১৬।	নামসহ সমিতির জোনাল অফিসের সংখ্যা	ঃ	০৬ টি, (ক) জকিগঞ্জ (খ) গোলাপগঞ্জ (গ) বিশ্বনাথ (ঘ) বিয়ানীবাজার (ঙ) ওসমানীনগর (চ) ফেঞ্চুগঞ্জ।
১৭।	নামসহ সমিতির সাব জোনাল অফিসের সংখ্যা	ঃ	০১টি, বালাগঞ্জ ।
১৮।	নামসহ সমিতির এরিয়া অফিসের সংখ্যা	ঃ	০১টি, শেওলা।
১৯।	সমিতির অভিযোগ কেন্দ্রের সংখ্যা	ঃ	১৭ টি।
২০।	বরাদ্দকৃত লাইনের পরিমাণ	ঃ	৭,৯৮৭ কিঃমিঃ।
২১।	নির্মিত লাইনের পরিমান	ঃ	৭,৭৮৩ কিঃমিঃ।
২২।	বিদ্যুতায়িত লাইনের পরিমান	ঃ	৭,৭৮১ কিঃমিঃ।
২৩।	সংযোগ সুবিধা সৃষ্টি	ঃ	৩,৬৩,৫৮১ টি।
২৪।	সংযোগকৃত গ্রাহক সংখ্যা	ঃ	৩,৬৩,৫৮১ জন।
২৫।	শ্রেণীভিত্তিক গ্রাহক সংখ্যা	ঃ	---
	(ক) আবাসিক	ঃ	৩,২৩,৬২৬টি।
	(খ) বাণিজ্যিক	ঃ	৩১,১৮৩ টি।
	(গ) সেচ	ঃ	১৯৭ টি।
	(ঘ) শিল্প	ঃ	২,৯২৯ টি।
	(ঙ) দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও রাস্তার বাতি	ঃ	(৫,১৫০ + ৪৯৬) = ৫,৬৪৬ টি।
২৬।	সংযোগ প্রদানের হার	ঃ	১০০.০০%।
২৭।	বিদ্যুৎ ক্রয় (সেপ্টেম্বর/১৯)	ঃ	২০,৪৯,৬৭,৩১০.০০ টাকা।
২৮।	বিদ্যুৎ বিক্রয় (সেপ্টেম্বর /১৯)	ঃ	৩২,৪৪,৫৭,৮২৩.০০ টাকা।
২৯।	বিদ্যুৎ বিল আদায় (সেপ্টেম্বর /১৯)	ঃ	৩৪,০৫,৬৩,১৬৭.০০ টাকা।
৩০।	মোট বকেয়ার পরিমান	ঃ	৩৩,২৫,৩৮,১০২.০০ টাকা।
৩১।	সিস্টেম লস (সেপ্টেম্বর /২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত)	ঃ	১১.৩৯%।
৩২।	সিস্টেম লস (সেপ্টেম্বর /২০১৯)	ঃ	২.০১%।
৩৩।	বিদ্যুৎ বিল আদায়ের হার (সেপ্টেম্বর /২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত)	ঃ	৭৮.৯৫%।
৩৪।	বিদ্যুৎ বিল আদায়ের হার (সেপ্টেম্বর /২০১৯)	ঃ	১০৪.৯৬%।
৩৫।	বকেয়া মাস (সেপ্টেম্বর /২০১৯ পর্যন্ত)	ঃ	১.৬৭।
৩৬।	কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	ঃ	৫৩৬ জন।

"শেখ হাসিনার উদ্যোগ - নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ"

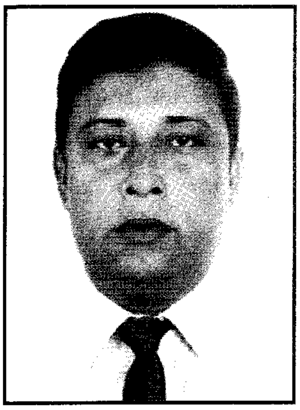

সভাপতির প্রতিবেদন

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম,

দুটি পাতা একটি কুড়ি এবং হযরত শাহজালাল শাহপরাণসহ ৩৬০ আউলিয়ার পূণ্যভূমি সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর ২৭ তম বার্ষিক সদস্য সভার এই আনন্দ মুখর দিনে জেলার দূর দূরান্ত থেকে আগত সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, সমিতি বোর্ডের পরিচালক, মহিলা পরিচালক, বাপবিবোর্ড, পবিস ও উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ, আমন্ত্রিত সাংবাদিকবৃন্দ, অতিথিবৃন্দ ও উপস্থিত সুধীমন্ডলী আসসালামু আলাইকুম/ আদাব। শীতের এই শিশির ভেজা সকালে শত কর্মব্যস্ততাকে উপেক্ষা করে কষ্ট স্বীকার করে সমিতির এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য সমিতির পরিচালক বোর্ডের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

সম্মানিত সুধী মন্ডলী,

আপনারা জানেন সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ স্থাপিত হয় ১৯৮৬ সালের ১০ আগস্ট এবং ১৯৯০ সালের ০২ জুন আনুষ্ঠানিক বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর কার্যক্রম শুরু হয়। দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে সম্মানিত গ্রাহক সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় পবিস অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রেখে অত্র পবিসে সেপ্টেম্বর /২০১৯ পর্যন্ত এ জেলার ৮টি উপজেলার ২৩৪৫টি গ্রামে ৭৭৮৩ কি:মি: লাইন বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে ৩৬৩৫৮১ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে প্রতিটি ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে। যা শতভাগ বিদ্যুতায়নে কার্যক্রমের আওতায় শেষ ভাগের কাজ চলিতেছে, যা আগামী ২০/২১ মুজিব শতবর্ষে শেষ হবে ইনশাল্লাহ।

সম্মানীত অতিথিবৃন্দ,

অত্র পবিস এর আওতাধীন এলাকায় বিদ্যুতায়ণের ফলে কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পোল্ট্রি, ডেইরী, শিল্প ও শিক্ষা সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এর ফলে গ্রাম অঞ্চলেও গড়ে উঠেছে বহু শিল্প কারখানা। যার মাধ্যমে বেকার সমস্যার অনেকটাই সমাধান সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আজ আমরা সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসেও গভীর দু:খের সাথে উল্লেখ করতে হয় যে, অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার, মিটার টেম্পারিং, বৈদ্যুতিক লাইনে স্থাপিত তার ও ট্রান্সফরমার চুরি পবিস এর স্বাভাবিক অগ্রগতিকে ব্যহত করছে। গ্রাহক মাত্রই পবিসের মালিক, রক্ষক ও সেবক এই কথাটি মনে প্রাণে উপলদ্ধি করে সময়মত বিদ্যু বিল পরিশোধ, অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার পরিহার, বিদ্যুৎ লাইনে স্থাপিত ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য সঞ্জামাদি চুরি রোধে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলে পবিসের ব্যবস্থাপনাকে সক্রিয় রাখতে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি। তবেই পবিসের অগ্রগতির ধারা অক্ষুন্ন থাকবে এবং একটি সফল সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে উত্তম গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

আপনাদের জানা আছে যে, গ্রীষ্মকালীন সময়ে লোডশেডিং একটি জাতীয় সমস্যা ছিল। কিন্তু বর্তমান সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে প্রতিটি উপজেলায় দু'তিনটি করে নতুন সাবষ্টেশন নির্মাণ করে তার মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ফলে বর্তমানে কোনো লোডশেডিং নেই। ইতোমধ্যেই সরকার বিদ্যুৎ বিভাগের সকলের সহযোগিতায় ২২০০০ মেগাওয়াটের অধিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। অত্র পবিসে বর্তমানে রাইট অফ যান্ত্রিক এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে বিদ্যুৎ মাঝে মাঝে বন্ধ হয়। বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে পবিসের লোকজন লাইন চালু করার জন্য বেরিয়ে পরে। তাই ঐ সময়ে ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করার জন্য সকলকে বিনীত ভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

পরিশেষে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও সুধীবৃন্দকে আমার ও সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে সমিতির উত্তরোত্তর সার্বিক উন্নতির ক্ষেত্রে আপনাদের সহযোগিতা ও মূল্যবান পরামর্শ কামনা করছি।

মোঃ মাহমুদ হোসেন (মাসুম)
সভাপতি, সমিতি বোর্ড, সিলেট পবিস-১

কোষাধ্যক্ষ এর বাণী

সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর ২৭তম বার্ষিক সদস্য সভার মাননীয় সভাপতি, সমিতি বোর্ডের পরিচালকমন্ডলী, সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ ও সুধীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম। বিদ্যুৎ ক্রয়ের সঙ্গে অন্যান্য পরিচালন ব্যয়, বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ করতে না পারলে এবং নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করলে সমিতির আর্থিক অবকাঠামো মারাত্নকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে সমিতির আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে আরো গতিশীল করার জন্য আহবান জানাচ্ছি। বিদ্যুতের অপচয় রোধ, চুরি রোধ, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার যথাযথভাবে করতে পারলে অত্র সমিতির আর্থিক কাঠামো আরও মজবুত হবে বলে আমি মনে করি। তাই সমিতির সকল সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে উল্লেখিত বিষয়ে আরো অধিক সচেতন ও আন্তরিক হওয়ার জন্য উদাত্ত আহবান জানিয়ে আমি সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরের নিরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের ব্যালেন্স শীট আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব ঃ অর্থ বছর ২০১৮-২০১৯

ক্রমিক নং	আয়-ব্যয়ের বিবরণী	টাকার পরিমাণ
১।	বিদ্যুৎ বিক্রয়	২১৫৮৮৪৪৯২৩.০০
২।	অন্যান্য পরিচালন আয়	৬০৭১৪৩২১.০০
৩।	মোট পরিচালন আয় (১+২)	২২১৯৫৫৯২৪৪.০০
৪।	বিদ্যুৎ ক্রয়	১৩২৬৮২৪৭২৯.০০
৫।	বিতরণ খরচ-পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	১৭৩০৯০৩৫৬.০০
৬।	গ্রাহকদের বিক্রয় খাতে খরচ	১২৪২৮২২৭৭.০০
৭।	প্রশাসনিক ও সাধারণ খরচ	১৮৬৯২০৫৭৮.০০
৮।	মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ (৪ হতে ৭ পর্যন্ত)	১৮১১১১৭৯৪০.০০
৯।	অবচয় খরচ	৩৬২৭৯৫৪২৮.০০
১০।	কর খাতেখরচ	১৪৩২২৬২৬.০০
১১।	দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের সুদ	১৩০৭৫৬১২১.০০
১২।	বিদ্যুৎ সার্ভিসের মোট খরচ (৮ হতে ১১ পর্যন্ত)	২৩১৮৯৯২১১৪.০০
১৩।	পরিচালন উদ্বৃত্ত (৩-১২)	৯৯৪৩২৮৭০.০০
১৪।	সরকারী ভর্তুকী	-----------
১৫।	অপরিচালন আয়-সুদ	৪৩৮৫৯৩৫০.০০
১৬।	অপরিচালন আয় (অন্যান্য)	৪৬১০৬০০.০০
১৭।	নীট মার্জিন (১৩ হতে ১৬ পর্যন্ত)	৫০৯৬২৭২০.০০

ব্যালেন্স শীট

ক্রম নং	সম্পত্তি ও বিবিধ পাওনা	টাকার পরিমাণ	ক্রম নং	দায় ও বিবিধ দেনা	টাকার পরিমাণ
	সম্পতি ও বিবিধপাওনা			ইকুইটি ও মার্জিন	
১।	ব্যবহার উপযোগী বৈদ্যুতিক প্লান্ট	৭১৪৩৪৬৪২০৭/-	২৯	সদস্য ফি (ইস্যুকৃত)	৬৬৬০২১০/-
২।	ক্রমপুঞ্জিত অবচয় সংরক্ষণ	২২৮০৫২২৮৬৮/-	৩০	সদস্য ফি (ইস্যুকৃত নহে)	৪৩৭৭৮১৪/-
৩।	নীট ব্যবহার উপযোগী সম্পত্তি (১-২)	৪৮৬২৯৪১৩৩৯/-	৩১	অপারেটিং মার্জিন (পূর্ববর্তী বৎসর পর্যন্ত)	(১৮৩৪৩১৫৯৫৪/-)
৪।	নির্মাণাধীন প্লান্ট	২৫৯৭০২০০১/-	৩২	অপারেটিং মার্জিন (চলতি বৎসর)	(৯৯৪৩২৮৭০/-)
৫।	মোট ব্যবহার উপযোগী সম্পত্তি (৫ হতে ৪) বিনিয়োগ	৫১২২৬৪৩৩৪০/-	৩৩	অপারেটিং মার্জিন (সরকারী ভুর্তকী)	৪৬৩১৪৩২৬/-
৬।	অনুদান সংরক্ষণ তহবিল	৪২৫০০০০০/-	৩৪	নন অপারেটিং মার্জিন (পূর্ববর্তী বৎসর পর্যন্ত)	৪৫০২৭২৩০০/-
৭।	পুনঃ স্থাপন সংরক্ষণ তহবিল	১২৭৫০১৩৪২/-		নন অপারেটিং মার্জিন (চলতি বৎসর)	৪৮৪৬৯৯৫০/-
৮।	অন্যান্য বিশেষ তহবিল	১০৩১৮৯৩৮২০/-	৩৫	ডোনেটেড ক্যাপিটাল এবং ক্যাপিটাল গেইন অর লস	৩৪৯৪৯৯৪৮৫/-
৯।	আরপিসি-তে বিনিয়োগ	০	৩৬	অপরিচালন লভ্যাংশ (চলতি বৎসরের)	
১০।	মোট বিনিয়োগ (৬ হতে ৯)	১২০১৮৯৫১৬২/-	৩৭	মোট ইকুইটি ও মার্জিন (২৮ হতে ৩৫)	(১০২৮১৫৪৭৩৯/-)
	চলতি ও প্রাপ্য সম্পত্তি			দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ	
			৩৮।	বাপবিবোর্ড ঋণ নগদ	৬৭৫৮০০০/-
১১।	নগদ তহবিল	৭৩৬৮৬০৭১৪/-	৩৯	বাপবিবোর্ড ঋণ প্লান্ট	৫৩৮৯০৪৭৬০৪/-
১২।	খুচরা নগদ তহবিল	২০০০০০/-	৪০	বাপবিবোর্ড ঋণ প্রভিশনাল প্লান্ট	২৭০১২৩২২১/-
১৩।	অস্থায়ী বিনিয়োগ	০	৪১	বাপবিবোর্ড অন্যান্য ঋণ	(৭৭২৯/-)
১৪।	বিশেষজমা	৩৩০৮৫/-	৪২	মোট দীর্ঘ মেয়াদী বাপবিবোর্ড ঋণ (৩৮ হতে ৪১)	৫৬৬৫৯২১০৯৬/-
১৫।	গ্রাহকের হিসাব খাতে পাওনা	১৪৪৯৪৮৩৫৪/-		অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদী দায়	
১৬।	অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি	(৮১৭৬৩৩২৩/-)	৪৩	গ্রাহকজামানত	২৬৫৬০৫৫১৯/-
১৭।	অন্যান্য হিসাবখাত প্রাপ্য	১৯১১৪৬৭৮৪/-	৪৪	কর্মচারীদের আর্থিক সুবিধাদী	৭২০৫৬১০৪৯/-
১৮।	বৈদ্যুতিক মালামাল মজুদ	৫৯৬৭৪৮২৭৯/-	৪৫	বীমা সংরক্ষণ	১০০০৯৮৫/-
১৯।	হাউজওয়্যারিং মালামাল মজুদ	২৯০২/-	৪৬	মোট অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী দায় (৪৩ হতে ৪৫)	৯৮৭১৬৭৫৫৩/-
২০।	অগ্রিম পরিশোধ	৮৯২২৫৮৯/-		চলতি ও পরিশোধযোগ্য দায়	
২১।	অন্যান্য চলতি ও প্রাপ্য সম্পত্তি	১০৬৪৮৯২২৬/-	৪৭	হিসাব খাতে প্রদেয়	১৯৬৭৫৮২৩৭/-
২২।	মোট চলতি ও প্রাপ্য সম্পত্তি (১১ হতে ২১)	১৭০৩৫৮৮৬১০/-	৪৮	সেচ গ্রাহকের অগ্রিম	০
	বিলম্বে,আদায়যোগ্য পাওনা		৪৯	দীর্ঘ মেয়াদী পরিপক্ক ঋণের সুদ	৪৮৩৬৯৮৭২১/-
২৩	সম্পত্তির অস্বাভাবিক ক্ষতি	৬৫৫৮৬৩১০/-	৫০	দীর্ঘ মেয়াদী পরিপক্ক ঋণ	১৪৯৭৩৫১০৬৮/-
২৪।	অশ্রেণীভুক্ত ব্যয়	৩২৩৮৮৭৩/-	৫১	অন্যান্য চলতি ও পরিশোধযোগ্য দায়	৪৪০১৭৮১৪/-
২৫।	প্রাথমিক সমীক্ষা	২৯০১৪২২৫/-	৫২	মোট চলতি ও পরিশোধযোগ্য দায় (৪৭ হতে ৫১)	২২২১৮২৫৮৪০/-
২৬।	অন্যান্য বিলম্বিত পাওনা	৬৮০৫৯২৯৮/-		বিলম্বিত অন্যান্য দেনা	
২৭।	মোট বিলম্বিত পাওনা (২৩ থেকে ২৬)	১৬৫৮৯৮৭০৫/-	৫৩	অগ্রিম জমাকৃত জামানত	
২৮।	মোট সম্পত্তির অন্যান্য পাওনা (৫+১০+২২+২৭)	৮১৯৪০২৫৮১৮/-	৫৪	বিলম্বিত অন্যান্য দেনা	৩৪৭২৬৬০৬৮/-
			৫৫	মোট বিলম্বিত দেনা (৫৩ হতে ৫৪)+	৩৪৭২৬৬০৬৮/-
			৫৬	মোট দায় ও বিবিধ দেনা (৩৭+৪২+৪৬+৫২+৫৫)	৮১৯৪০২৫৮১৮/-

পরিশেষে সমিতি ও গ্রাহক সদস্যদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনাকল্পে সমিতির কর্মকান্ডে আপনাদের সঠিক সহযোগিতা কামনা করে বিদায় নিচ্ছি।

তাছলিমা সুলতানা
কোষাধ্যক্ষ, সমিতি বোর্ড, সিলেট পবিস-১

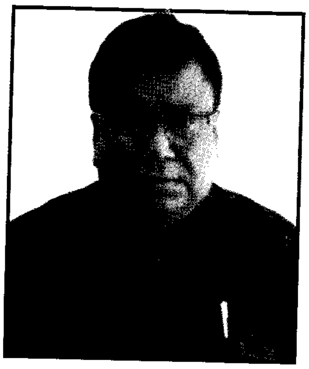

জেনারেল ম্যানেজারের প্রতিবেদন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম,

সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, সমিতি বোর্ডের সম্মানিত সভাপতি ও পরিচালকবৃন্দ, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রচার মাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং অত্র সমিতির সকল স্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ আসসালামু- আলাইকুম ।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

গ্রাম-গঞ্জের বিপুল জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েই সিলেট জেলার ৮টি উপজেলা নিয়ে ১৯৮৬ ইং সালে সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ গঠিত হয়েছে। সমিতি গঠিত হওয়ার পর হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৯ইং পর্যন্ত ১৯টি ৩৩/১১ কেভি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের আওতায় প্রায় ৭৭৮৩ কিঃ মিঃ লাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেনীর ৩,৬৩,৫৮১ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি অধিক ফসল উৎপাদনে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মসূচী প্রভূত অবদান রেখে চলেছে। বর্তমান সরকারের পরিকল্পনা মোতাবেক গ্রাম বাংলার প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে আমরা নিয়মিতভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দ,

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিগুলো 'লাভ নয় লোকসান নয়' নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়ার কথা থাকলেও বিদ্যুতের ক্রয় মূল্যের চেয়ে বিশেষ করে সেচ ও আবাসিক সংযোগ কম দামে বিক্রয় করতে গিয়ে সমিতি প্রতি বৎসরই বিপুল পরিমাণে অর্থ লোকসান দিচ্ছে। ফলে ক্রয়কৃত বিদ্যুতের মূল্য পরিশোধ করার পর সমিতির পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হয় না। গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ সহজ করার জন্য টেলিটক মোবাইল ফোনে এস এম এস এবং ইউনিয়ন সেন্টার এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল গ্রহণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। আপনারা সহজেই ব্যাংকে বিল পরিশোধের পাশাপাশি টেলিটক বিদ্যুৎ বিল গ্রহণ পয়েন্টে মোবাইল ফোন এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার এজেন্ট ব্যাকিং ও বিকাশের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারছেন। এছাড়া অগ্রণী ব্যাংক, বাকৃবি, ডিবিবিএল, জনতা ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক সহ অন্যান্য ব্যাংক এর বিভিন্ন শাখায় এজেন্ট ব্যাকিং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল গ্রহণ করা হচ্ছে। গ্রাহক সদস্য মাত্রই সমিতির মালিক ও সেবক। তাই এ প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জনের মাধ্যমে অন্যতম একটি স্বনির্ভর, স্বাবলম্বী ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার রোধ, ট্রান্সফরমার ও তার চুরি প্রতিরোধ করাসহ সমিতির সকল কর্মকান্ডে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরকে সহযোগিতা প্রদান করার জন্য সকল শ্রেণীর গ্রাহকবৃন্দকে উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

সুধীবৃন্দ,

বর্তমান ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগে সর্বত্র ও সর্ব স্তরের মানুষ দৈনন্দিন বিদ্যুতের উপর সরাসরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় অবিদ্যুতায়িত এলাকার জনগণ একই সাথে বিদ্যুতের লাইন নির্মাণ সহ সংযোগের প্রত্যাশা করছেন। কিন্তু একই সাথে সকলের বিদ্যুৎ সংযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা সম্ভব নয় , এটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে নতুন লাইন নির্মাণ/সম্প্রসারণ একটি নীতিমালা অনুযায়ী করা হয়ে থাকে। সরকার তথা বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের অর্থে লাইন সম্প্রসারণ সহ সকল বৈদ্যুতিক অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। ইতোমধ্যেই 'শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ' এই মতবাদের আদলে সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর আওতায় ৮টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের

কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। আপনার এলাকায় লাইন নির্মাণের লক্ষ্যে ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এক ধরনের মধ্যসত্বভোগী দালাল সংযোগ প্রদান ও লাইন নির্মাণ কাজ দ্রুত করে দিবে বলে সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্থ গ্রহণ করে প্রতারনা করছে, যা সাধারণ মানুষের জন্য হয়রানি ও অত্র সংস্থার জন্য দুর্নাম বয়ে আনে। এ ব্যাপারে কেউ যেন প্রতারণা করতে না পারে সেজন্য সরাসরি নিজেরাই অফিসে যোগাযোগ করে তথ্য জেনে নেয়ার অনুরোধ করছি।

উপস্থিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ,
সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ একটি সমবায় ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান যার মালিক সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দ। গ্রাহক সদস্যদের সচেতন ও সক্রিয় সহযোগিতা সমিতির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একান্ত অপরিহার্য। সমিতির সকল কর্মকান্ড যেমন বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ ও রক্ষনাবেক্ষণ, নতুন ও পুনঃ সংযোগ প্রদান ও গ্রাহক অভিযোগ নিরসন, লাইনের সন্নিকটস্থ গাছপালা কর্তন, খেলাপী গ্রাহকদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন কার্যক্রম ইত্যাদিতে আন্তরিকভাবে সহায়তা প্রদানের জন্য সকল গ্রাহক সদস্যর্বন্দকে সবিনয় অনুরোধ করছি। গাছপালা মূল্যবান সম্পদ। কিন্তু লাইনের সংস্পর্শে থাকা গাছপালা স্পর্শ করলে বিদ্যুতায়িত হয়ে যে কোন সময় মারাত্মক দূর্ঘটনা এমনকি প্রাণহানি ঘটতে পারে। অপর দিকে এতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট , যন্ত্রপাতি বিনষ্ট হওয়াসহ বিদ্যুতের ব্যাপক অপচয় হয়। তাই সমিতির কর্মীগণ নিয়মিত ভাবে লাইনের সংস্পর্শে থাকা গাছপালা কেটে থাকেন। বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা সহ সিষ্টেম লস কমিয়ে সমিতিকে আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে লাইন সংশ্লিষ্ট গাছপালা কাটার কাজে সহযোগিতা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রাহক সদস্যগণকে অনুরোধ জানাচ্ছি। কতিপয় অসাধু ব্যক্তি অবৈধভাবে চুরি করে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে, যা আইনত দন্ডনীয় ও জরিমানা যোগ্য অপরাধ। যারা বিদ্যুৎ চুরি করে তারা দেশ ও জাতির শত্রু তা প্রতিহত করার জন্য আপনার পার্শ্ববর্তী কোন ব্যক্তি যাতে বিদ্যুৎ চুরি কবতে এবং আবাসিক মিটার থেকে সেচপাম্প চালাতে না পারে সেদিকে সকলকে সোচ্চার ও বলিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি।

সম্মানিক গ্রাহক সদস্যবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ঃ
আজকের এ মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আপনারা সকলেই সভাকে সাফল্য মন্ডিত করেছেন, ধৈর্য্য সহকারে সকলের বক্তব্য শুনেছেন এবং বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজনে আমার সহকর্মী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যারা সহযোগিতা প্রদান করেছেন আমি আপনাদের সকলকে কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সকলের সু-স্বাস্থ্য কামনা করছি। পরিশেষে সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানসহ সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ তথা বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সার্বিক সফলতা কামনা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হন।

প্রকৌঃ এস. এম. হাসনাত হাসান
জেনারেল ম্যানেজার
সিলেট পবিস-১

গ্রাফচিত্রে পবিস এর কার্যক্রম

অর্থবছর ওয়ারী গ্রাহক সংখ্যা

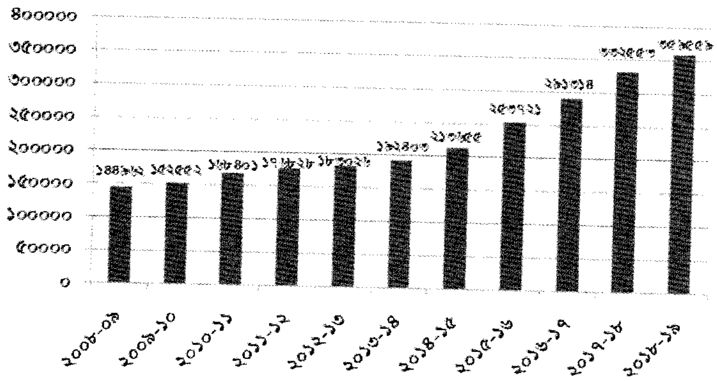

অর্থবছর ওয়ারী সিষ্টেম লস

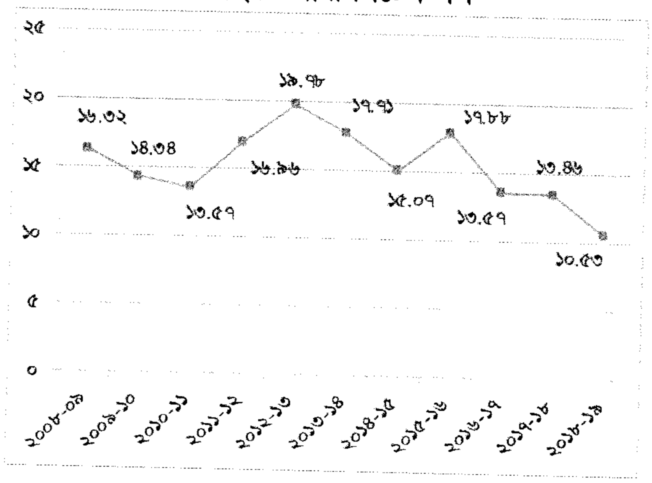

শ্রেণী ভিত্তিক গ্রাহক সংখ্যা (সেপ্টেম্বর/১৯ পর্যন্ত)

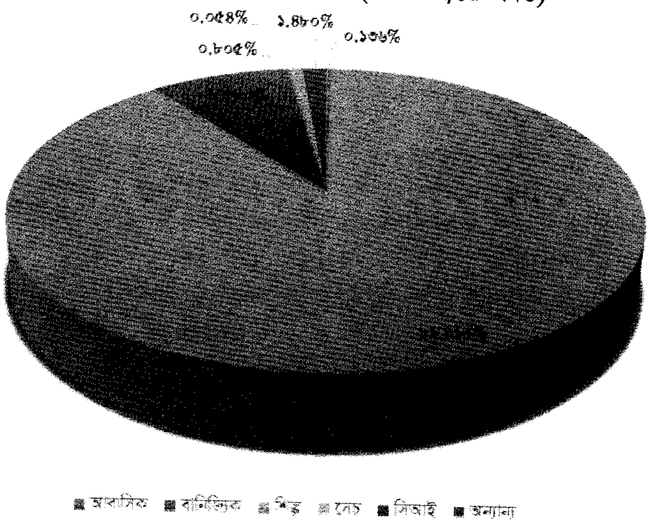

গ্রাহক সদস্যদের জ্ঞাতার্থে সমিতির নির্ধারিত বিভিন্ন ফি সমূহঃ

ক) বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের অফেরৎযোগ্য সমীক্ষা ফি নিম্নরূপ হারে আবেদনের সহিত জমা প্রদান করতে হবেঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	গ্রাহক শ্রেণী/প্রযোজ্যতা		ফি/চার্জ (টাকা)
০১	নতুন সংযোগের আবেদন ফি (প্রতিটি মিটারের জন্য)	এলটি	ক) এক ফেজ	১০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৩০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		১০০০.০০
		ইএইচটি		২০০০.০০
০২	অস্থায়ী সংযোগের আবেদন ফি	এলটি	ক) এক ফেজ	২৫০.০০
			খ) তিন ফেজ	৫০০.০০
		এমটি		১০০০.০০
০৩	লোড বৃদ্ধি অথবা লোড কমানোর জন্য ফি ঃ			
	০ হতে ০৩ কিঃওঃ পর্যন্ত হলে			৫০০.০০
	০৩ কিঃওঃ এর বেশী হতে ১০ কিঃ ও ঃ পর্যন্ত হলে			১০০০.০০
	১০ কিঃওঃ এর বেশী হতে ৪৫ কিঃ ও ঃ পর্যন্ত হলে			২০০০.০০
	৪৫ কিঃওঃ এর বেশী লোডের জন্য			৫০০০.০০

খ) নিরাপত্তা জামানত সংক্রান্ত ঃ
নতুন সংযোগ এবং অনুমোদিত লোড সংশোধনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হারে নিরাপত্তা জামানত প্রযোজ্য হবে ঃ

ক্রমিক নং	গ্রাহক শ্রেণী	অনুমোদিত লোড সীমা (কি.ও.)	জমানতের হার (টাকা/কি.ও.)
০১	এলটি- এ এবং এলটি-বি	২ কি.ও. পর্যন্ত	৪০০.০০
০২	এলটি- এ এবং এলটি-বি	২ কি.ও এর উর্দ্ধে	৬০০.০০
০৩	এলটি- সি ১, এলটি-সি ২, এলটি-ডি ১ এলটি-ডি২, এলটি-ই এবং এলটি-টি	সকল	৮০০.০০
০৪	এমটি, এইচটি এবং ইএইচটি	সকল	১০০০.০০

উল্লেখ্য যে, যেকোন ধরনের সরকারী প্রতিষ্ঠান হতে লিজ গ্রহণকৃত জমিতে স্থাপিত স্থাপনায় সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রাহককে নিয়ম অনুযায়ী গ্যারান্টি ডিপোজিটের অতিরিক্ত হিসাবে প্রতি কিলোওয়াট বা অংশ বিশেষ লোডের জন্য ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা করে অতিরিক্ত গ্যারান্টি ডিপোজিট জমা প্রদান করতে হবে। তবে ব্যক্তিগত জমি লীজ গ্রহণের মাধ্যমে সংযোগের ক্ষেত্রে এর পরিমান হবে প্রতি কিলোওয়াট বা অংশ বিশেষ লোড এর জন্য ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা হারে অতিরিক্ত গ্যারান্টি ডিপোজিট প্রদান করতে হবে।

গ্রাহক সংযোগ বিচ্ছিন্ন/ পুনঃ সংযোগ সংক্রান্ত

	বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবার বিবরণ	গ্রাহক শ্রেণি/প্রযোজ্যতা		ফি/চার্জ (টাকা)
১	নতুন সংযোগের আবেদন ফি (প্রতিটি মিটারের জন্য)	এলটি	ক) এক ফেজ	১০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৩০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		১০০০.০০
		ইএইচটি		২০০০.০০
২	অস্থায়ী সংযোগের আবেদন ফি	এলটি	ক) এক ফেজ	২৫০.০০
			খ) তিন ফেজ	৫০০.০০
		এমটি		১০০০.০০
৩	বকেয়ার কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ (DC) চার্জ বকেয়ার কারণে বিচ্ছিন্ন সংযোগ পুন:সংযোগ চার্জ (RC)	এলটি	ক) এক ফেজ	৬০০.০০
			খ) তিন ফেজ	১৫০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		৬০০০.০০
		ইএইচটি		১০০০০.০০
৪	গ্রাহকের অনুরোধে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ চার্জ (DC)চার্জ বকেয়ার কারণে বিচ্ছিন্ন সংযোগ পুন:সংযোগ চার্জ (RC)	এলটি	ক) এক ফেজ	২০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৪০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		১০০০.০০
		ইএইচটি		২০০০.০০
৫	গ্রাহকের অনুরোধে মিটার পরীক্ষা চার্জ	এলটি	ক) এক ফেজ	২০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৪০০.০০
			গ) এলটিসিটি	৬০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		১০০০.০০
		ইএইচটি		২০০০.০০
৬	গ্রাহকের অনুরোধে গ্রাহক আঙ্গিনার মিটার পরিদর্শন চার্জ	এলটি	ক) এক ফেজ	১৫০.০০
			খ) তিন ফেজ	৩০০.০০
			গ) এলটিসিটি	৫০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		১০০০.০০
		ইএইচটি		২০০০.০০
৭	জরুরী প্রয়োজনে ট্রান্সফরমার ভাড়া (সর্বোচ্চ ১৫ দিন, তবে বিশেষ বিবেচনায় দ্বিগুণ হারে ৩০ দিন)	১১ কেভি ট্রান্সফরমার ড্রপ আউট ফিউজ কাটআউট সহ		৩০০.০০ দিন
		৩৩ কেভি ট্রান্সফরমার ড্রপ আউট ফিউজ কাটআউট সহ		৬০০.০০ দিন

মিটার এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (ইকুপমেন্ট) টেম্পারিং

১। আবাসিক, বাণিজ্যিক, সিআই এবং রাস্তার বাতির ক্ষেত্রে ঃ

মিটার এর বৈদ্যুতিক ইকুপমেন্ট টেম্পারিং এর ক্ষেত্রে সংযোগ বিচ্ছিন্ন/ পুনঃ সংযোগ ফি এর সাথে অবৈধকালীন সময়ে প্রাক্কলিত বিদ্যুৎ বিল (এনার্জি চার্জ) নির্ধারণ করার ভিত্তি নিম্নরূপঃ

সংযুক্ত লোড (কিঃওঃ) X ৮ ঘন্টা X অবৈধকালীন সময় (দিন) X বিদ্যুৎ মূল্যহার (সংশ্লিষ্ট সময়ের ইস্যুকৃত কিঃওঃঘঃ বিল সমন্বয় করা হবে)। যদি অবৈধ সময় নির্ধারণ না করা যায় তাহলে দুই মাসের জরিমানা করা হবে। উপরোক্ত প্রাক্কলিত বিলের সাথে বিনষ্ট সরঞ্জামাদির মূল্য এবং ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা সাধারণ জরিমানা ধার্য হবে।

২। জিপি/ এলপির ক্ষেত্রে ঃ

মিটার এর বৈদ্যুতিক ইকুপমেন্ট টেম্পারিং এর ক্ষেত্রে সংযোগ বিচ্ছিন্ন/ পুনঃ সংযোগ ফি এর সাথে অবৈধকালীন সময়ের প্রাক্কলিত বিদ্যুৎ বিল (এনার্জি চার্জ) নির্ধারণ করার ভিত্তি নিম্নরূপঃ

সংযুক্ত লোড (কিঃ ওঃ) X ৮ ঘন্টা X অবৈধকালীন সময় (দিন) X বিদ্যুৎ মূল্যহার (সংশ্লিষ্ট সময়ের ইস্যুকৃত কিঃওঃঘঃ বিল সমন্বয় করা হবে)। উপরোক্ত প্রাক্কলিত বিলের সাথে বিনষ্ট ইকুপমেন্টর বর্তমান মূল্য এবং নিম্নোক্তভাবে সাধারণ জরিমানা ধার্য হবে।

সংযুক্ত লোড ৪৫ কেভিএ পর্যন্ত হলে	৫,০০০.০০ টাকা
সংযুক্ত লোড ৪৫ কেভিএ এর উর্দ্ধে ও ৭৫ কেভিএ পর্যন্ত হলে	৭,৫০০.০০ টাকা
সংযুক্ত লোড ৭৫ কেভিএ এর উর্দ্ধে হলে	১৫,০০০.০০ টাকা

সমিতির বিদ্যুৎ বিল সংগ্রহকারী ব্যাংকের শাখা সমূহের নাম

ব্যাংকের নাম	শাখা	ব্যাংকের নাম	শাখা
অগ্রনী ব্যাংক লিঃ	স্টেশন রোড শাখা	রূপালী ব্যাংক লিঃ	কালারাই শাখা
জনতা ব্যাংক	স্টেশন রোড শাখা	দি সিটি ব্যাংক	ঢাকা দক্ষিণ শাখা
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	কর্পোরেট শাখা	ট্রাষ্ট ব্যাংক লিঃ	গোয়ালা বাজার
উত্তরা ব্যাংক লিঃ	জিন্দাবাজার শাখা	বাংলাদেশ ডেভলাপমেন্ট ব্যাংক	ওসমানীনগর শাখা
ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ	কদমতলী শাখা	ফার্স্ট সিকিউরিটি	বিশ্বনাথ শাখা
পূবালী ব্যাংক লিঃ	কদমতলী শাখা	স্যান্ডার্ড ব্যাংক	বিশ্বনাথ শাখা
প্রাইম ব্যাংখ লিঃ	কদমতলী শাখা	ডাচ বাংলা ব্যাংক	বিশ্বনাথ শাখা
মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ	বিয়ানীবাজার শাখা	সোস্যাল ইসলামী	ফেঞ্চুগঞ্জ
এবি ব্যাংক লিঃ	তাজপুর শাখা		
এফএসআইবি	বিয়ানীবাজার শাখা		
এক্সিম ব্যাংক	বিয়ানীবাজার শাখা		
সাউথইস্ট ব্যাংক	চারখাই বাজার শাখা		
ইউসিবি ব্যাংক	বিয়ানী বাজার শাখা		

এছাড়াও উক্ত ব্যাংক গুলোর অন্যান্য শাখা থেকেও বিদ্যুৎ বিল সংগ্রহ করা হয়।

বিদ্যুতের সাশ্রয়ী নিশ্চিতকল্পে গ্রাহক সদস্যদের জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ

বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের দিক নির্দেশনার প্রেক্ষিতে সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর সদর দপ্তর, জোনাল অফিস, সাব-জোনাল অফিস এবং অভিযোগ কেন্দ্র সমূহে বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ব্যবহারের লক্ষ্যে এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহারকরণ সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দকে এ লক্ষ্যে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছেঃ

* সন্ধ্যা পিক আওয়ারে অর্থাৎ বিকাল ৫:০০ ঘটিকা হতে রাত ১১:০০ ঘটিকা পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হউন। আপনার সাশ্রয়কৃত বিদ্যুৎ অন্যকে আলো জ্বালাতে সহায়তা করবে।
* অফিস আদালতে এসি ব্যবহার সীমিত রাখুন। এয়ার কুলার ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা ২৪^0 C এর মধ্যে রাখুন।
* ফ্যান, লাইট ও বৈদ্যুতিক মোটর ব্যবহার নূন্যতম পর্যায়ে রাখুন। কক্ষের বাইরে অবস্থানকালীন সময়ে ফ্যান ও লাইট বন্ধ রাখুন এভং সূর্যের আলোর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করুন।
* বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়কল্পে আপনার আবাসিক গৃহ, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, খাবারের দোকান, ঔষধের দোকান ও পেট্রোল পাম্প সমূহে মানসম্মত এনার্জি সেভিং বাল্ব (CFL) ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ব্যবহার করুন এবং টিউব লাইটে Electronic Ballast ব্যবহার করে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করুন।
* আপনার আবাসিক গৃহ এবং সরকারি, আধা-সরকারি স্থাপনায় হিটার ব্যবহার বন্ধ রাখুন।
* রাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বা বাড়ির আঙ্গিনায় কম সংখ্যক বাতি ব্যবহার করুন।
* বিদ্যুৎ একটি মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। দেশের বৃহত্তম স্বার্থে এই সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহারে ভূমিকা রাখুন।

সমিতি বোর্ডের পরিচালকমন্ডলী

মোঃ মাহমুদ হোসেন (মাসুম)
সভাপতি ও এলাকা পরিচালক
এলাকা নং- ০৩

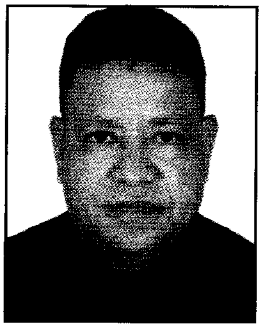

মোঃ মাহবুব আহমদ
সহ সভাপতি ও এলাকা পরিচালক
এলাকা নং- ০১

তাছলিমা সুলতানা
কোষাধ্যক্ষ
মহিলা এলাকা পরিচালক

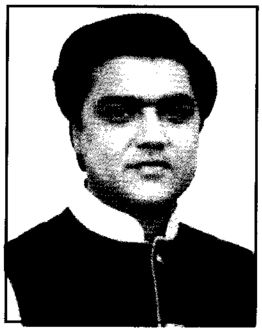

মোঃ কামরানুল ইসলাম
সচিব ও এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০২

মোঃ ইমরান হোসেন
এলাকা পরিচালক
এলাকা নং- ০৪

মিনতী রাণী বিশ্বাস
মহিলা এলাকা পরিচালক

সিলেট পবিস-১ এর কর্মকর্তাবৃন্দ

প্রকৌশলী এস. এম. হাসনাত হাসান
জেনারেল ম্যানেজার

অভিলাস চন্দ্র পাল
ডিজিএম, বিয়ানীবাজার জোনাল অফিস

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
ডিজিএম, জকিগঞ্জ জোনাল অফিস

মোঃ মামুন অর রশিদ
ডিজিএম, গোলাপগঞ্জ জোনাল অফিস

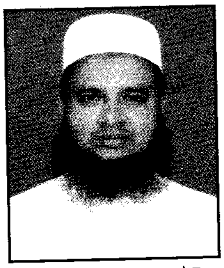

মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ
ডিজিএম, ওসমানীনগর জোনাল অফিস

সামিউল কবির
ডিজিএম, বিশ্বনাথ জোনাল অফিস

ইঞ্জি. সনৎ কুমার ঘোষ
ডিজিএম, ফেঞ্চুগঞ্জ জোনাল অফিস

প্রকৌশলী মো. কামাল হোসেন
ডিজিএম, সদর- কারিগরী

মো. আবুল হোসেন
এজিএম, সদর (অর্থ-হিসাব) জোনাল অফিস

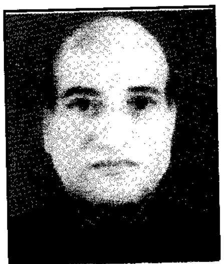

মো. সিরাজুল ইসলাম
এজিএম, (ওএণ্ডএম)
গোলাপগঞ্জ জোনাল অফিস

মো. মহি উদ্দিন
এজিএম, (ওএণ্ডএম)
ফেঞ্চুগঞ্জ জোনাল অফিস

মো. আব্দুর রশিদ
এজিএম, (ওএণ্ডএম)
জকিগঞ্জ জোনাল অফিস

মো. বেলাল হোসেন
এজিএম, (এডমিন)
সদর

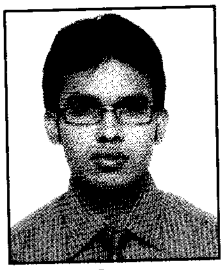

মো. হাবিবুর রহমান
এজিএম, (ওএণ্ডএম)
বিয়ানীবাজার জোনাল অফিস

আব্দুল বাতেন
এজিএম, (ওএণ্ডএম)
বালাগঞ্জ জোনাল অফিস

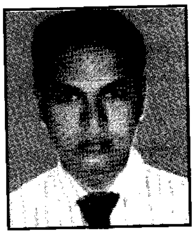

মো. নাজমুল হাসান
এজিএম, (ওএণ্ডএম)
বিশ্বনাথ জোনাল অফিস

ক্লিনটন তালুকদার
এজিএম, (মানব সম্পদ)
সদর

সঞ্জয় ভৌমিক
এজিএম, (ওএণ্ডএম)
সদর

লতিফুররহমান
এজিএম, (এমএস)
সদর

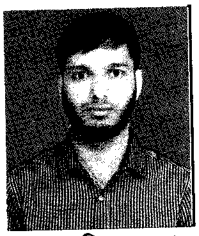

মো. হাবিবুর রহমান
এজিএম, (ওএণ্ডএম)
ওসমানীনগর জোনাল অফিস

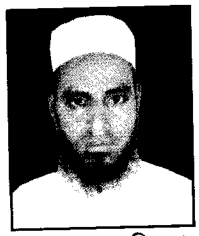

মো. আব্দুল্লাহ শিকদার
এজিএম, (ওএণ্ডএম)
সদর

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সিলেট জোন এর কর্মকর্তাবৃন্দ

মো: আলতাফ হোসেন চৌধুরী
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
বাপবিবোর্ড, সিলেট জোন

মো: সাইফুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প বিভাগ
বাপবিবোর্ড, সিলেট জোন

আরিফ রব্বানী
সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীর
কার্যালয়, বাপবিবোর্ড, সিলেট।

স্থির চিত্রে সিলেট পবিস-১ এর কার্যক্রম

বাপবিবোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অব:) অত্র পবিস এ বৃক্ষ রোপন কর্মসূচীর অংশ হিসেবে একটি মাল্টা গাছের চারা রোপন করেন।

সিলেট পবিস-১ এ বাপবিবোর্ড কর্তৃক আয়োজিত পল্লী বিদ্যুৎ অনলাইন সংযোগ সিস্টেম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মশালা। প্রধান অতিথি জনাব আবুল কালাম আজাদ শামসুদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব, সদস্য (প্রশাসন), বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

মুজিব বর্ষকে সেবা বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বৈদ্যুতিক কর্ম পেশায় দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে উদ্বোধন

"মুজিব বর্ষকে-পল্লী বিদ্যুতের সেবা বর্ষ" হিসেবে উত্তম গ্রাহক সেবার লক্ষ্যে সিলেট পবিস-১ এর সদর দপ্তরের আওতাধীন দৌলতপুর গ্রামে উঠান বৈঠক করছেন সিলেট পবিস-১ এর জেনারেল ম্যানেজার প্রকৌ: এস.এম. হাসনাত হাসান।

সিলেট-৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরী শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে সিলেট পবিস-১ কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সপ্তাহ ২০১৮ এর শুভ উদ্বোধন করেন।

"মাদক কে না বলুন", "দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স" ও "শতভাগ নিরাপত্তা বিধি মেনে কাজ করবো" বিষয়ে শপথ বাক্য পাঠ করছেন সিলেট পবিস-১ এর কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ।

স্থির চিত্রে সিলেট পবিস-১ এর কার্যক্রম

দীর্ঘ বিরতির পর ১৭/০৯/২০১৯ ইং তারিখে সিলেট পবিস-১ এর ৩৭৭তম বোর্ড সভা।

সিলেট পবিস-১ এর আওতাধীন ওসমানীনগর জোনাল অফিসের উদ্যোগে সাধারণ গ্রাহকদের নিয়ে গণশুনানী

গ্রাহক ভোগান্তি কমাতে সিলেট পবিস-১ এর গোলাপগঞ্জ জোনাল অফিসে আলোর ফেরিওয়ালার কার্যক্রম।

“মুজিব বর্ষ পল্লী বিদ্যুতের সেবা বর্ষ” হিসেবে উত্তম গ্রাহক সেবার লক্ষ্যে সিলেট পবিস-১ এর গোলাপগঞ্জ জোনাল অফিসের আওতাধীন বিভিন্ন গ্রামে জনসচেতনতামূলক উঠান বৈঠক।

নব গঠিত বালাগঞ্জ সাব জোনাল অফিসের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত সিলেট-৩ এর মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরী।

পল্লী বিদ্যুতের সেবা কে মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে পবি ও গ্রাহকগণের মধ্যে সেতু বন্ধন তৈরি বিষয়ে সিলেট পবিস-১ এ ফেঞ্চুগঞ্জ জোনাল অফিস কর্তৃক গণশুনানী।

অপরাধ ও দণ্ড

৩২। বিদ্যুৎ চুরির দণ্ড(১) কোন ব্যক্তি বাসগৃহ বা কোন স্থানে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ চুরি করিলে অনধিক ৩ (তিন) বৎসর **কারাদণ্ড অথবা** চুরিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের দ্বিগুণ অথবা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
(২) কোন ব্যক্তি শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ চুরি করিলে অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড অথবা চুরিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের দ্বিগুণ অথবা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
৩৩। কৃত্রিম পদ্ধতি স্থাপনের দণ্ড-১) কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে লাইসেন্সির বিদ্যুৎ সংযোগে কোন যন্ত্র , ডিভাইস বা কৃত্রিম পদ্ধতি স্থাপন বা ব্যবহার করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
(২) যদি কোন বাসগৃহে কোন যন্ত্র , ডিভাইস বা কৃত্রিম পদ্ধতি স্থাপনের মাধ্যমে অবৈধ উপায়ে লাইসেন্সির বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ, ভোগ বা ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে ভিন্নরূপ কিছু প্রমাণিত না হইলে, উক্ত চত্বরের দখলদার উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।
৩৪। বিদ্যুৎ অপচয় করিবার দণ্ড-কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ অপচয় করিলে বা বিদ্যুতের সরবরাহ ঘুরাইয়া দিলে অথবা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কোন বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা পূর্তকর্ম কাটিয়া দিলে বা ক্ষতিগ্রস্ত করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অন্যূন ১ (এক) বৎসর এবং অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড বা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
৩৫। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চুরি, অপসারণ বা বিনষ্ট করিবার দণ্ড-কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা উপকেন্দ্র বা স্থাপনার কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি অথবা বিদ্যুৎ লাইন সামগ্রী, যেমন-পোল, টাওয়ারের অংশ বিশেষ, কন্ডাক্টর, ট্রান্সফরমার, বৈদ্যুতিক তার, ইত্যাদি চুরি, অপসারণ, বিনষ্ট বা ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিসাধন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অন্যূন ২ (দুই) বৎসর এবং অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড এবং অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার এবং অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
৩৬। চুরিকৃত মালামাল দখলে রাখিবার দণ্ড-কোন ব্যক্তি ধারা ৩৫ এ উল্লিখিত যন্ত্রপাতি বা বিদ্যুৎ লাইন সামগ্রী চুরি হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও উক্ত চুরিকৃত মালামাল নিজ দখলে রাখিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
৩৭। অবৈধ, ত্রুটিযুক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবার দণ্ড-কোন লাইসেন্সি (ক) ধারা ২৬ এর বিধান সাপেক্ষে, সরবরাহ এলাকার বাহিরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিলে বা কোন বিদ্যুৎ লাইন বা পূর্তকর্ম স্থাপন করিলে; (খ) এই আইন বা বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে বা যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করিলে; অথবা। (গ) ত্রুটিযুক্ত বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন করিলে; উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য উক্ত লাইসেন্সি অথবা অপরাধ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
৩৮। মিটার, পূর্তকর্মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং বিদ্যুতের অননুমোদিত ব্যবহারের দণ্ড কোন ব্যক্তি (ক) লাইসেন্সির লিখিত অনুমতি ব্যতীত বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের সহিত মিটার সংযোগ স্থাপন করিলে বা বিচ্ছিন্ন করিলে অথবা অন্য কোন স্থাপনার সহিত যোগাযোগ রক্ষার্থে কোন যন্ত্র স্থাপন করিলে; (খ) লাইসেন্সির লিখিত অনুমতি ব্যতীত মিটার হইতে অন্য কোন ব্যক্তিকে পার্শ্ব সংযোগ প্রদান করিলে; (গ) মিটারের ক্ষতিসাধন করিলে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে মিটারের ইনডেক্স পরিবর্তন করিলে অথবা উহাদের যথাযথ রেজিস্টারে বাধার সৃষ্টি করিলে; অথবা (ঘ) লাইসেন্সি কর্তৃক সরবরাহকৃত বিদ্যুতের উচ্চতর হার পদ্ধতির পরিবর্তে নিম্নতম হার পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করিলে বা কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করিলে; উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
৩৯। বিদ্যুৎ স্থাপনা অনিষ্ট সাধনের দণ্ড (১) কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, বিদ্যুৎ লাইন, খুটি বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি নাশকতার মাধ্যমে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা ক্ষতিগ্রস্ত করিলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ বাধাগ্রস্ত করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা যন্ত্রের উপর কোন বস্তু নিক্ষেপ করিলে বা রাখিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অন্যূন ৭(সাত) বৎসর এবং অনধিক ১০(দশ) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১০(দশ) কোটি টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয়।
(২) কোন ব্যক্তি লাইসেন্সির অনুমতি ব্যতিরেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র , বিদ্যুৎ লাইন, খুঁটি বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলে অবহেলাশত ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা ক্ষতিগ্রস্ত করিলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ বাধাগ্রস্ত করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা যন্ত্রের উপর কোন বস্তু নিক্ষেপ করিলে বা রাখিলে তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড অথবা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয়। দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।